বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

প্রকল্প পরিচিতিঃ

১। প্রকল্পের নামঃ বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ সমবায় অধিদপ্তর।

৩। প্রকল্পের প্রক্কালিত ব্যয়ঃ ৪৯৯৩.৯০ লক্ষ টাকা।

৪। প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪খ্রিঃ।

৫। প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ ৫,০০০ জন।

৬। প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	গ্রাম/ইউনিয়ন
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	পাটগাতি-শ্রীরামকান্দি
	শরিয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	চরভাগা মিয়ারচর
	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	মুশুদ্দি
ময়মনসিংহ	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	চর ভাটিয়ানি
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	পোমগাঁও
সিলেট	সুনামগঞ্জ	শান্তিগঞ্জ	ডুংরিয়া
খুলনা	যশোর	মনিরামপুর	পাড়ালা
রংপুর	রংপুর	মিঠাপুকুর	রতিয়া
বরিশাল	বরিশাল	গৌরনদি	হোসনাবাদ
		মুলাদী	চর কমিশনার

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় দর্শন অনুযায়ী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক গ্রামে রূপান্তর। পাইলট প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- যৌথ উদ্যোগে পল্লীর প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ১০টি গ্রামে কৃষি খাতে ২৫% উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অনুশীলনে প্রত্যক্ষভাবে ৫০০০ জনগণকে সম্পৃক্ত করা;
- প্রয়োজনীয় টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে ১০ টি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করা।
- উপজেলা পর্যায়ে সরকারের ১৭ টি দপ্তরের বিভিন্ন সেবা গ্রাম পর্যায়ে প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ক) কম্পোনেন্ট-১

সার্ভে পরিচালনা: নির্বাচিত গ্রামে উপকারভোগী এবং গ্রামের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট কাঙ্খিত পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে Endline Evaluation পরিচালনা করা।

খ) কম্পোনেন্ট-২

সমবায় সমিতি গঠন:

নির্বাচিত গ্রামের সকল শ্রেণী-পেশার জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে ১ টি করে মোট ১০টি গ্রাম সমবায় গঠন।

সমিতির মাধ্যমে যৌথ খামার/ চাষাবাদ ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে গ্রাম/ মৌজার পতিত, অনাবাদি কৃষি ও অকৃষি ভূমি **উৎপাদন অংশীদারীর** ভিত্তিতে জমির মালিক ও গ্রাম সমবায় সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে জমির ধরন অনুযায়ী উপযোগী কৃষি (প্রধান ও অপ্রধান শস্য) এবং মৎস্য চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সমবায় অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার সহায়তায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্রাম সমবায় সমিতির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রকল্পভুক্ত ১০টি গ্রামে সমিতির সদস্যদের সম্মতিক্রমে আইলবিহীন চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। Topographic সার্ভের মাধ্যমে যৌথ চাষের আওতায় আসা জমি চিহ্নিত করা হবে।

গ) কম্পোনেন্ট-৩ উদ্বুদ্ধকরণ ও ১৭ টি সেবা দানকারী দপ্তরের সমন্বয়করণ

নির্বাচিত গ্রামসমূহের জনগণকে প্রকল্পের কার্যক্রম, সম্ভাব্য সুফল এবং অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তা এবং উপজেলার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করার বিষয়ে ২৭০টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সমন্বয়ে উক্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ প্রশিক্ষণ সমূহ আয়োজন করা।

ঘ) কম্পোনেন্ট-৪

প্রশিক্ষণ প্রদান:

১. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১২৫ টি ৩ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা। কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, যুব, মহিলা বিষয়ক এবং সমাজসেবা দপ্তরের সহায়তায় উক্ত প্রশিক্ষণসমূহ সম্পাদন করা।

২. উদ্যোক্তা উন্নয়নে ১০ টি ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩. কৃষি পণ্য ক্ষুদ্র পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণে ১০ টি ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ঙ) কম্পোনেন্ট-৫

১) কৃষি ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়নে কার্যক্রম: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে গ্রামের কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, আইল বিহীন চাষাবাদ, যৌথ খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন, মানবশ্রমকে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন, উৎপাদন বৃদ্ধি, পোস্ট হারভেস্ট লোকসান কমানো, পানির সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। **উপজেলা কৃষি বিভাগ** কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে।

ক. কৃষি যন্ত্রপাতি ভর্তুকিতে সরবরাহ- ১টি ট্রাক্টর, ২টি করে ওয়াকিং টাইপ ট্রান্সপ্লান্টার এবং ১টি করে কম্বাইন্ড হারভেস্টার।

খ. সেচ ব্যবস্থা- পানির অপচয়রোধে পরীক্ষামূলক ভাবে বিএডিসি এর সহায়তায় ভূ-গর্ভস্থ সেচ পদ্ধতি প্রয়োগের অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী অবকাঠামো স্থাপন করা হবে।

কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সদস্যগণ যন্ত্রপাতির মূল্যের ৩০ শতাংশ প্রদান করবেন এবং প্রকল্প হতে ৭০ শতাংশ প্রদান করা হবে।

২) মৎস্য চাষ: বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আধুনিক ও মানসম্মত মাছ চাষের শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের (Best Practice) জন্য **উপজেলা মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিটি** গ্রামে ২ টি করে মোট ২০ টি প্রদর্শনী পুকুরে মাছ চাষ করা।

৩) পশুপালন, ডেইরী ও পোলট্রি: সারা বছরের আয় নিশ্চিত করা, অফফার্ম কার্যক্রম হিসেবে গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও মানসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার কৌশলের উপর গ্রামের মহিলা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। আবর্তক তহবিল হতে গরু ও গাভী পালনে আগ্রহীগণকে ঋণ সুবিধা প্রদান।

৪) উৎপাদিত পণ্য বিপণন: গ্রামে উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রাথমিক সংরক্ষনের লক্ষ্যে সমবায় সমিতির কমিউনিটি ভবনে ক্ষুদ্র পর্যায়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া নিকটবর্তী মার্কেট/ বিপণন হাব/ গ্রোথ সেন্টারে পণ্য পরিবহনের জন্য প্রত্যেক সমিতিতে ১টি পিকআপ ট্রাক (১.০ টন) সরবরাহ করা হবে। প্রত্যেকটি সমবায় সমিতিকে সমবায় অধিদপ্তরের ই-কমার্স প্লাটফরমের সাথে লিংক করে দেয়া হবে।

চ) কম্পোনেন্ট-৬

আবর্তক তহবিল:

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে ব্যক্তি পর্যায়ে চাহিদার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনাসুদে ঋণ প্রদান করা হবে। ৩% সার্ভিস চার্জসহ উক্ত ঋণ ফেরত প্রদান করতে হবে। ঋণ গ্রহনের ৬ মাস পর হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে।

এছাড়া কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে। ৩% সার্ভিস চার্জসহ উক্ত ঋণ ফেরত প্রদান করতে হবে। ঋণ গ্রহনের ৬ মাস পর হতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে।

প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তি পর্যায়ে এবং প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যোক্তা খাতে প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমিতির অনুকূলে আবর্তক তহবিল হিসেবে **২০০.০০ (দুইশত) লক্ষ** টাকা হিসেবে মোট **২০০০.০০ (দুই হাজার) লক্ষ** টাকার তহবিল থাকবে।

ছ) কম্পোনেন্ট-৭

কমিউনিটি ভবন নির্মাণ:

সমবায় সমিতি নিজ উদ্যোগে জমি প্রদান করলে সমিতিকে কেন্দ্র করে গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। কমিউনিটি ভবন নির্মাণের জন্য সমিতির সদস্যগণ প্রকল্প দপ্তরের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ১৫ শতক/ ১০ কাঠা ভূমি ভবন নির্মাণের জন্য হস্তান্তর করবে এবং ব্যবহারের চুক্তি স্বাক্ষর করবে।

১) ১০ টি মডেল গ্রামে সমবায় সমিতি প্রদত্ত ১৫ শতক/ ১০ কাঠা ভূমিতে প্রতিটি প্রায় ৩৪৬৮ বর্গফুটের দ্বিতল কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে ভবনসমূহ নির্মাণ করা হবে।

২) কমিউনিটি ভবনে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার, নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০০ জনের কমিউনিটি হল, সমিতির অফিস কক্ষ, ১ টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, ডিজিটাল সেবা কেন্দ্র, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার গোডাউন, সংরক্ষণাগার, প্রদর্শনীকেন্দ্র এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে ভবনটি পরিচালনা করবে।

জ) কম্পোনেন্ট-৮

প্রকাশনা ও অডিও- ভিডিও নির্মাণ:

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক, হ্যান্ডবুক প্রকাশ ও ২ টি ডকুমেন্টারী তৈরী করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কমিউনিটি ভবনে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে।

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

১। সমিতি গঠনঃ ১০টি গ্রামে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে।

২। সদস্য সংখ্যাঃ সমবায় সমিতি সমূহের মোট ৩২৫৫ জন সুবিধাভোগী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩। অংশীজন অবহিতকরণ সভাঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ১০টি উপজেলার অংশীজন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪। প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

ক.উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের ৩০৬০জন উপকারভোগীদেরকে উপজেলা প্রশাসন, ভুমি কমিশনার, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, কৃষি, মৎস্য, যুব, মহিলা বিষয়ক, সমাজসেবা, প্রাণিসম্পদ, উপজেলা প্রকৌশলী, বন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাঁদের কার্যক্রমের বিষয়ে একদিনের ৫১টি উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ ১৬০০জন উপকারভোগীকে কৃষি, মৎস্য ও গাভীপালন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে ৩দিন মেয়াদী ৪০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫। ঋণ বিতরণঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের আবর্তক ঋণ তহবিল পরিচালন নির্দেশিকার আলোকে ৫৯১ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক (গাভী পালন, পোলট্রি, মৎস্য চাষ, কৃষি কাজ, সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বেকারী, সেলাই কাজ ইত্যাদি) খাতে ৩.১৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৬। কমিউনিটি ভবন নির্মাণঃ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গ্রাম সমূহে ১৫ শতক জায়গা দেয়ার ব্যাপারে সমিতির সদস্যগণ উদ্যোগী হয়ে এ পর্যন্ত ৮টি গ্রামে জমি সমিতির অনুকূলে গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। উক্ত জমিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মির্জা আজম, এমপি।

বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস।

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন অত্র প্রকল্পের সিনিয়র কনসালটেন্ট জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে অংশীজন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান।

কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে অংশীজন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান।

টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে অংশীজন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান।

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় পাটগাতী গ্রামের উপকারভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ।

সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় ডুংরিয়া গ্রামের উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ।

শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলায় বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম সমবায় সমিতি লিমিটেড, মিয়ারচর সমিতির অনুকূলে জমি প্রদান করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী জনাব এ.কে.এম. এনামুল হক শামীম মহোদয়ের বাবা অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী আলহাজ্ব আবুল হাশেম পাইক।